

জেলা-নড়াইল

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(দেওয়ানী রিভিশনাল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব মোঃ জাকির হোসেন

দেওয়ানী রিভিশন নং ৪৩২৪/২০১৪

পক্ষগণঃ

আবদুল খালেক বিশ্বাস ও অন্যান্য

.....বাদী-আপীলেন্ট-দরখাস্তকারীগণ

-বনাম-

ফসিয়ার রহমান বিশ্বাস ও অন্যান্য

.....বিবাদী-রেসপনডেন্ট-প্রতিপক্ষগণ

বিজ্ঞ আইনজীবীগণঃ

জনাব মোঃ অজি উল্লাহ

.....দরখাস্তকারীগণের পক্ষে

জনাব কাজী মোঃ শাহিকুল হাসান

.....প্রতিপক্ষগণের পক্ষে

শুনানীর তারিখ: ২৯.০৫.২০২২ ও ১২.০১.২০২৩

রায় প্রদানের তারিখ: ০৭.১২.২০২৩

বিচারপতি মোঃ জাকির হোসেন:

বাদী-আপীলেন্ট-দরখাস্তকারীগণ কর্তৃক দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫(১) এর বিধান মতে দাখিলকৃত দরখাস্তের প্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষের প্রতি কারণ দর্শানোপূর্বক রুল জারী করা হয়, যা নিম্নরূপ:

“Records be called for.

Let a Rule be issued calling upon the opposite party Nos.1-21 to show cause as to why the impugned judgment and decree dated 06.08.2014, passed by the learned Additional District Judge, Narail, in Title Appeal No. 97 of 2000, affirming those dated 30.09.1999, passed by the learned Sub-Judge, Narail, in Title Suit No.36 of 1999 (previous T.S. No.110 of 1992 of Sadar Court, Narail) should not be set aside and/or such other

or further order or orders as this Court may seem fit and proper should not be passed.”

বাদী-আপীলেন্ট-দরখাস্তকারীগণের মোকদ্দমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, নালিশী সম্পত্তি সাবেক নেপাল সেখের অধীনে আনেচ মোল্যার নামে লেখা যায়। তৎমর্মে সাবেক ৫৯৪ নং খতিয়ান প্রস্তুত ও চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হয়। অতঃপর, আনেচ নালিশী সম্পত্তিতে স্বত্ববান ও দখলকার থাকাকালে মারা গেলে দুই পত্র খোশদেল ও নেছারুদ্দিন ওয়ারিশ থাকে। খোশদেল ও নেছারুদ্দিন পৈত্রিক সূত্রে নালিশী দাগের সম্পত্তিতে স্বত্ববান ও দখলকার থাকাবস্থায় খোশদেল মোল্যা মৃত্যুকালে দুই পুত্র নুর মুহম্মদ ও লাইজুর রহমান মোল্যা এবং এক কন্যা রহিমা খাতুন ওয়ারিশ থাকে। অতঃপর, নেছারুদ্দিন মোল্যা মৃত্যুকালে এক পত্র আজিজুর রহমান মোল্যা এবং ৪ কন্যা ওয়ারিশ থাকে। নুর মুহম্মদ মোল্ল্যা দিৎ দুই ভাই এবং আজিজুর রহমান নালিশী দাগের জমি আপোষে ১৬ আনা অংশে দখলভোগরত থাকাকালে ভগ্নিগণ নালিশী দাগের জমি দখল না করে তৎপরিবর্তে তাদের পৈত্রিক অন্য জমি হতে দখল করে। নুর মুহম্মদ মোল্যা, আবু লাইজুর রহমান নালিশী দাগের অধ্যাংশ জমিতে স্বত্ববান ও দখলকার থাকাকালে দায়গ্রন্থ হয়ে ০৫/০৭/১৯৮৪ ইং তারিখে নালিশী জমি হতে তাদের অধ্যাংশ ৫০০/- টাকা নগদ পণে গ্রহণে রেজিস্ট্রিকৃত কবলা মূলে ৩/৪ নং বাদীর নিকট বিক্রয় করে দখল অর্পন করে। আজিজুর রহমানও তার অংশ ০৫/০৭/১৯৮৪ ইং তারিখে ৫০০/- টাকা পণ গ্রহণে ১/২ নং বাদীর নিকট বিক্রয় করে দখল অর্পন করে। উপরি-উক্তভাবে কবলা মূলে বাদীপক্ষ নালিশী সম্পত্তিতে খাজনাদায়ে দখল ভোগ করাকালে এস, এ ৫৮৩ নং খতিয়ান ভ্রমাত্মকভাবে বিবাদীগণের নামে প্রস্তুত হয়েছে মর্মে অবগত হন। নালিশী সম্পত্তিতে প্রকতপক্ষে বিবাদীপক্ষ স্বত্ববিহীন। বাদীগণ নালিশী জমিতে দাতাদের স্বত্ব দখল দেখে খরিদ করেছে। হাল রেকর্ডের বিষয় খোজ নেন নাই। পরবর্তীতে জানতে পেরে বিবাদীপক্ষকে রেকর্ড সংশোধন করে দিতে বললে প্রথমে দিতে চায়। পরবর্তীতে ২৩/০২/১৯৮৫ ইং তারিখ বাদীগণের স্বত্ব অস্বীকার করলে বাদীপক্ষ ১৫৬/৮৫ নং দেং মামলা পরিচালনাকালে পরবর্তীতে তদবিবরণে অভাবে খারিজ হয় এবং খারিজাদেশের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে ১৫/০৯/১৯৯২ ইং তারিখে পুনঃরায় বিবাদীপক্ষ নালিশী জমি হতে বাদীপক্ষকে বেদখলের হুমকি দিলে অত্র নালিশের কারণ উদ্ভব হয়

এবং বাদীপক্ষ অত্রাকারে মামলা আনয়ন করে নালিশী সম্পত্তি বাবদ স্বত্ব সাব্যস্ত দখল কায়েমের প্রার্থনা করে এবং নালিশী জমির মূল্যায়নে এ্যাডভোলেরাম কোর্ট ফি প্রদান করে।

অপরদিকে, ৩নং বিবাদী লিখিত জবাব দাখিল পূর্বক প্রতিযোগিতা করে দাবী করেন যে, অত্রাকারে মোকদ্দমা আনয়নের কোন কারণ নাই। মোকদ্দমাটি তামাদি দোষে বারিত, পক্ষদোষে অচল বিধায় খারিজযোগ্য।

এই উত্তরদায়ক বিবাদীপক্ষ বাদীপক্ষের সকল আর্জি ও বক্তব্য অস্বীকারপূর্বক যে বক্তব্য রাখেন তা সংক্ষেপে এই যে, নালিশী জমির সাবেক ৫৯৪ নং খতিয়ান আনেচ মোল্যার নামে লিপিবদ্ধ হয় এবং তিনি নালিশী জমির দখল ভোগ করাবস্থায় সামছুদ্দিন বিশ্বাস বরাবর সর্বোচ্চ সেলামী প্রদানে ৫ আনা কর ধার্যে জমা পওন প্রদান করে। সামছুদ্দিন বিশ্বাস আনেচ মোল্যার সেরেস্ভায় করা দি প্রদানে দাখিলা প্রাপ্তে দখলভাগ করাবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে দুইপুত্র সফিউদ্দিন ও রফি উদ্দিন এবং এককন্যা কুলসুম বিবি ওয়ারিশ থাকে। তারা নালিশী জমি দখলভোগ করাবস্থায় ৫৮৩ নং হাল রেকর্ড যথাযথভাবে প্রস্তুত ও প্রকাশিত হয়। উক্তরূপে দখলভোগ করে থাকাবস্থায় রফি উদ্দিন তার অংশের জমি ১০/০৪/১৯৭৬ তারিখের রেজিস্ট্রিকৃত নিরুপণপত্র মূলে কোমখালী ফুরকানিয়া মাদ্রাসা পক্ষে যশোর জেলার ডিসি বরাবর রেজিস্ট্রি করে নিঃস্বত্বান হন। উক্ত দলিলে নালিশী দাগে ১১ শতক জমির মধ্যে ৯ শতক উল্লেখ করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সফি উদ্দিন বিশ্বাস নালিশী দাগে $৪\frac{২}{৫}$ শতক জমিতে স্বত্বান ও দখলকার ছিলেন এবং উক্ত অংশ বাবদ তার দলিল হস্তান্তর সঠিক বলে গন্য হবে। পরবর্তীতে ফসিয়ার রহমান বিশ্বাস নালিশী দাগের ৪৯ শতক জমি ১৩/০৩/১৯৭৯ তারিখে সম্পাদিত এবং ২০/০৩/১৯৭৯ তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত দলিলমূলে এই ৩নং বিবাদী বরাবর বিক্রয়মূলে দখল হস্তান্তর করে। অতপর কুলসুম বিবির মৃত্যুর পর ৫ পুত্র আবুল হোসেন, নূর ইসলাম, হুরমুজ, ইসহাক মোল্যা হাফিজুর রহমান ও ২ কন্যা সুলতানা খাতুন ও মাজু বিবি ওয়ারিশ থাকে। উক্ত মামলায় ভ্রাতা-ভগ্নীদের সাথে আপোষে এই ৩ নং বিবাদী নালিশী দাগে তার মাতার অংশ এককভাবে দখল ভোগ করে আসছেন। নালিশী দাগের পরিবের্ত তাদের ভগ্নিগণ অন্য দাগে দখলকার এবং এই ০৩ নং বিবাদী উক্তরূপে মাতার অংশে ওয়ারিশ স্ত্রে ও আপোষে

এবং খরিদা সূত্রে নালিশী দাগের উত্তরপার্শ্ব দিয়ে দখল ভোগ করে আসছে এবং দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়ে কোমখালী ফুরকানিয়া মাদ্রাসা যা বর্তমানে প্রাইমারী স্কুল হিসেবে দখল ভোগ করে আসছে।

সফিউদ্দিন বিশ্বাস ১০৭৪ নং রেজিস্ট্রিকৃত নিরূপণ পত্রমূলে কোমখালী ফুরকানিয়া মাদ্রাসা বরাবর নালিশী দাগের সম্পত্তি হস্তান্তর করে নালিশী জমির উত্তর অংশে কোন স্বত্ব সামিত্ব দখল নাই। ইহা ছাড়া খোসদেল মোল্যার নালিশী দাগে কোন স্বত্বদখল না থাকায় তাহার সম্পত্তি লাইজুর রাইমান, নুর মুহম্মদ এর ও নালিশী দাগে কোন স্বত্বদখল বর্তাই নাই। এবং তৎমর্মে তাহাদের কর্তৃক ৩/৪ নং বাদী বরাবর ৫-৭-৮৪ তারিখে দলিল করে দেওয়ার অধিকার ছিল না এবং উক্ত দলিল মূলে বাদী পক্ষের স্বত্বস্বামিত্ব ও দখলে উদ্ভব হয় নাই। ইহা ছাড়া আনেচ মোল্যার পুত্র নেহার উদ্দিন এর নালিশী জমিতে কোন স্বত্ব সামিত্ব না থাকায় তদীয় পুত্র আজিজুর রহমানের ১/২ নং বাদী বরাবর হস্তান্তরের কোন ক্ষমতা ছিল না বিধায় উক্তরূপে দলিল মূলে ১/২ নং বাদীর কোন স্বত্ব সামিত্ব দখলেরও উদ্ভব হয় নাই। বরং উপরোক্তরূপে দলিল মূলে নালিশী সম্পত্তিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব বর্তাই নাই। পরবর্তীতে আর,এস জরিপ আমলে নালিশী সম্পত্তিতে দখল দৃষ্টে এই বিবাদীর নামে আর,এস রেকর্ড প্রস্তুত হয়েছে। উক্তরূপে নালিশী সম্পত্তিতে উত্তর-দায়ক বিবাদী দ্বাদশ বৎসরের উর্দ্ধকাল যাবৎ স্বত্ববান ও দখলকার থাকাবস্থায় বাদী ১৫৬/৮৫ নং মামলা আনয়ন করে পরিচালনা না করায় আইনতঃ খারিজ হয়েছে। পরবর্তীতে মিথ্যা উক্তি মূলে অত্রাকারে মামলা আনয়ন করায় মামলাটি ডিসমিস করার প্রার্থনা করছেন।

বাদী ও বিবাদীর আরজি ও জবাব পর্যালোচনা করে বিজ্ঞ বিচারিক আদালত নিম্নবর্ণিত বিচার্য বিষয়সমূহ নির্ধারণ করেন:

- ১। অত্রাকারে অত্র মামলা চলিতে পারে কিনা?
- ২। মামলা আনয়নের কোন কারণ আছে কিনা?
- ৩। অত্র মামলা তামাদি দোষে বারিত কিনা?
- ৪। অত্র মামলা পক্ষদোষে দুষ্ট কিনা?
- ৫। নালিশী সম্পত্তিতে বাদী পক্ষের নিরক্ষুশ স্বত্বদখল আছে কিনা?
- ৬। বাদীপক্ষ তার প্রার্থিত মোতাবেক মামলায় প্রতিকার পেতে পারে কিনা?

উক্ত মোকদ্দমা শুনানীঅন্তে উভয়পক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষ্যসাবুদ বিচার বিশ্লেষণ করে বিচারিক আদালত বাদীর মোকদ্দমা দোতরফা সূত্রে খারিজ করেন। আপীল আদালত বিচারিক আদালতের রায় ও ডিক্রি এবং নথিতে রক্ষিত সাক্ষ্যসাবুদ স্বাতন্ত্রিকভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে বিচারিক আদালতের সিদ্ধান্তের সাথে ঐকমত্য পোষণকরতঃ আপীলটি খারিজ করেন। আপীল আদালতের রায় ও ডিক্রির বিরুদ্ধে ভীষণভাবে সংক্ষুব্ধ হয়ে বর্ণিত দরখাস্ত দায়ের করেন এবং তৎপ্রেক্ষিতে উক্ত রুল জারী করা হয়।

প্রার্থীপক্ষের বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী জনাব মোঃ অর্জি উল্লাহ নিবেদন করেন যে, বিচারিক আদালত উভয়পক্ষের উপস্থাপিত মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য বিচার বিশ্লেষণ না করে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে মূল মোকদ্দমাটি খারিজ করেছেন। আপীল আদালত স্বাধীন ও নির্মোহভাবে উভয়পক্ষের সাক্ষ্যসাবুদ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার বিশ্লেষণ না করে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে আপীলটি না-মঞ্জুর করেছেন, যা দৃশ্যতঃ বেআইনী বিধায় উহা রদ ও রহিতযোগ্য। তিনি আরো নিবেদন করেন যে, নালিশী ভূমিতে বাদীপক্ষ তাদের স্বত্ব এবং দখল প্রমাণ করা সত্ত্বেও বিচারিক আদালত বাদীপক্ষের উপস্থাপিত মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য আইনের সত্যিকার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ না করে মূল মোকদ্দমাটি খারিজ করেছেন এবং আপীল আদালতও বিচারিক আদালতের রায় ও ডিক্রির সাথে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে সহমত পোষণকরতঃ আপীলটি না-মঞ্জুরকরতঃ মারাত্মক ভুল করেছেন, যা আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি আরো নিবেদন করেন যে, বিচারিক আদালত ও আপীল আদালত অত্র মোকদ্দমায় উপস্থাপিত সাক্ষ্যকে Misreading করতঃ ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন বিধায় তর্কিত রায় ও ডিক্রি আইনতঃ রক্ষণীয় নয়। সঙ্গত কারণে, রুলটি চূড়ান্তকরণযোগ্য।

অপরদিকে, প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব কাজী মোঃ শাহিকুর হাসান নিবেদন করেন যে, বিচারিক আদালত উভয়পক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষ্যসাবুদ বিস্তারিতভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে সুস্পষ্ট অভিমত পোষণ করেছেন যে, নালিশী ভূমিতে বাদীর স্বত্ব ও দখল প্রমাণীত হয় নাই এবং একইভাবে আপীল আদালত স্বাতন্ত্রিক ও নির্মোহভাবে উভয়পক্ষের সাক্ষ্যসাবুদ বিস্তারিতভাবে বিচার

বিশ্লেষণকরত: সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, বাদীপক্ষ নালিশী ভূমিতে তাদের স্বত্বের দাবী প্রমাণ করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে তর্কিত রায় ও ডিক্রিতে হস্তক্ষেপ করার দৃশ্যমান কোন কারণ নাই। তিনি আরো নিবেদন করেন যে, The concurrent findings of the Courts below are based on sound reasoning and they do not suffer from any illegality and there is no misreading and non-reading or non-consideration of evidence on record and as such, the Rule is liable to be discharged.

এখন দেখতে হবে, তর্কিত রায় ও ডিক্রি আইনত: রক্ষণীয় কিনা?

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর নিবেদনসমূহ, নথিতে রক্ষিত মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য আইনের সত্যিকার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করা হয়। তাছাড়া, অত্র মোকদ্দমার সাথে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ আইনগত প্রশ্ন বিচার বিশ্লেষণ করা হয়।

বিচারিক আদালত এর রায়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, অত্র মোকদ্দমা দায়েরের কারণ বাদীপক্ষ নিরপেক্ষ সাক্ষী দ্বারা প্রমাণ করতে পারে নাই। তাছাড়া, মূল মোকদ্দমাটি তামাদিতে বারিত। নালিশী ভূমিতে বাদীর স্বত্ব ও দখল প্রমাণীত হয় নাই। কারণ, স্বীকৃতমতেই নালিশী ভূমি কোন দিন বাদী দখল করেননি। বাদী ০৫/০৭/১৯৮৪ ইং তারিখের দুইটি রেজিস্ট্রিকৃত দলিল যা প্রদর্শনী-১ ও প্রদর্শনী-২ হিসেবে চিহ্নিত হয় তার অনুবলে নালিশী ভূমিতে স্বত্ব দাবী করেন। কিন্তু দলিলগুলো বাদীপক্ষের অনুকূলে দলিলদাতাদের সম্পাদন করার কোন আইনগত সক্ষমতা ছিল না। কারণ ঐ সময় স্বীকৃত মূল মালিক আনেচ মোল্ল্যার নালিশী ভূমিতে কোন Subsisting interest ছিল না। ফলে তার ক্রমওয়ারিশদেও উক্ত দলিলদ্বয় সম্পাদন করার আইনসঙ্গত অধিকার ছিল না। উভয়পক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষ্যসাবুদ বিশ্লেষণ করে ইহা দিনের আলোর মত পরিষ্কার যে, নালিশী ভূমিতে বাদীর দখল প্রমাণীত হয় নাই বরং নালিশী ভূমি ৩ নং বিবাদী সাবেক কোমখালী ফোরকানিয়া মাদ্রাসা বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দখলে রয়েছে। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, The Appellate Court as a last court of fact উভয়পক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষ্যসাবুদ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণকরত: সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বিচারিক আদালতের

রায় ও ডিক্রিতে হস্তক্ষেপ করার কোন দৃশ্যমান কারণ পরিলক্ষিত হয় না। এই প্রসঙ্গে আপীল আদালতের রায়ের প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নে হুবহু উপস্থাপন করা হলো:

“I examined the evidences both oral and documentary and found that the plaintiffs have adduced their deeds dated 05.07.84 (Exbt.1 and Exbt.2) and to substantiate their claim in respect of those deeds plaintiffs have adduced witnesses and among them the witness specially PW. 5 Abu Lizur Rahman one of the transferors of the deeds. On examination of the deeds and statements of the PWs in support of those deeds it appears that there is no dispute about the execution of the deeds. But question arises as to whether title has accrued in favour of the transferors. From the above discussions it transpires that before the transfer by the deeds dated 05.07.1984 the predecessors of the transferors lost their title and interest in the suit land. Because it has been discussed above elaborately that as Anech Mollah made settlement to Shamsuddin Biswas, the heirs and subsequent heir of Anech Mollah had no subsisting right, title and interest in the suit land. Regarding possession of the suit land, I examined all the PWs and DWs and found that the plaintiffs have no possession in the suit land but the defendant No. 3 and the said Madrasha (now primary School) are in possession of the suit plot. So, it can safely be concluded that though the plaintiffs got executed and registered of 2 deeds dated 05.07.84 (Exbt. 1 & Exbt. 2) no title was transferred by those deeds because the transferors had no title thereto, that was merely a paper transaction. So the decision and observation

of the Ld. Trial Court in respect of the right, title and possession in the suit land in favour of the defendant No. 3 and against the plaintiffs based on well reasons and sufficient grounds and as such succeeds.”

অত্রাদালত উভয়পক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষ্যসাবুদ বিচার বিশ্লেষণ করে অভিমত পোষণ করে যে, The judgment of the Appellate Court is a tailor-made one and therefore, the same does not warrant for any interference। তাছাড়া, The concurrent findings of the Courts below are based on sound reasoning and there is no apparent misreading and non-reading or non-consideration of the evidence on record। সঙ্গত কারণে বলা যায় যে, উভয় আদালতের যৌথ সমাপতনে (Concurrent findings) হস্তক্ষেপ করার কোন দৃশ্যমান কারণ নাই। ফলে, রুলটি ব্যর্থ।

অতএব, আদেশ হয় যে, বর্ণিত রুলটি দোতরফা সূত্রে বিনা খরচায় discharge করা হলো।

নিম্ন আদালতের নথি অত্র রায়ে কপিসহ জরুরী ভিত্তিতে প্রেরণ করা হোক।

(বিচারপতি মোঃ জাকির হোসেন)